অরোরার নিবেদন

মহানিশা

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের নিবেদন

মহানিশা

কাহিনী : অনুরূপা দেবী

পরিচালনা : সুকুমার দাশগুপ্ত

চিত্রনাট্য : বিনয় চট্টোপাধ্যায়
গীতরচনা : প্রণব রায়
সঙ্গীত পরিচালনা : রবীন চট্টোপাধ্যায়
চিত্রশিল্পী : সুরেশ দাশ
শব্দযন্ত্রী : সমর বসু
সম্পাদক : বিশ্বনাথ মিত্র
রসায়নাগারাধ্যক্ষ : উমা মল্লিক
প্রধান যন্ত্রবিদ : সরোজ মিত্র
শিল্পনির্দেশক : সত্যেন রায় চৌধুরী
কর্মসচিব : নীতীশ রায়

যন্ত্রসঙ্গীত : ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায় : নীতীশ রায়, বিমল শী, বিজয় বসু। সঙ্গীত পরিচালনায় : উমাপতি শীল। চিত্রশিল্পে : বিজয় গুপ্ত, কমলেশ রায় চৌধুরী, বিজয় রায়। শব্দধারণে : অনিল দাশগুপ্ত, সত্যেন ঘোষ, অমর চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনায় : প্রণব ঘোষ। শিল্পনির্দেশনায় : রবি ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক। ব্যবস্থাপনায় : সমর বসু, প্রভাস সরকার, সুনীল ঘোষ। রসায়নাগারে : অনিল মুখোপাধ্যায়, সুধাংশু বন্দ্যোপাধ্যায়, হারাধন দাশ, সুরেন জানা, সুশান্ত মাইতি, অনিল দাশ। তড়িৎ নিয়ন্ত্রনে : দেবু মণ্ডল, ধীরেন দাস। রূপসজ্জা : প্রমথ চন্দ্র, বসন্ত দত্ত।

●

—চরিত্র-চিত্রণে—

সন্ধ্যা রাণী

অনুভা গুপ্তা : সুপ্রভা

মুখোপাধ্যায় : রাণীবালা

অপর্ণা : বাণী গঙ্গোপাধ্যায় : ঝর্ণা

রায় : নমিতা : বিকাশ রায় : রবীন

মজুমদার : ধীরাজ ভট্টাচার্য : পাহাড়ী সান্যাল

অমর মল্লিক : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় : কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়

পশুপতি কুণ্ডু : শৈলেন মুখোপাধ্যায় : বাণীকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়

দেবেন, সুনীত মুখোপাধ্যায়, বিশু চক্রবর্তী, কেনারাম প্রভৃতি।

পরিবেশনা : ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স লিঃ।

● অরোরা ষ্টুডিওতে গৃহীত ●

মহানিশা

পলাশডাঙ্গা গ্রাম।

চাটুজ্জে বাড়ীর ছেলে, 'নির্ম্মল'—আর ওপাড়ার, নির্ম্মলের পিসীর বাড়ীর অনাথা রাঁধুনীর মেয়ে 'অপর্ণা'—

এইখানে গল্পের সুরু।

× × ×

বাবার মৃত্যুর পর নির্ম্মল দেখলে, তাদের সংসার চলছে অত্যন্ত কষ্টে-সৃষ্টে।

পৈতৃক ভিটেটা পর্য্যন্ত দেনার চাপে কাত হয়ে পড়েছে। এবার রোজগার না করলেই নয়। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও কোথাও কিছু হলনা। শেষ ভরসা, দূর রেঙ্গুনে, পিতৃবন্ধু, লক্ষপতি মুরলীধরবাবু।

নির্ম্মল বলে, "অপর্ণা, ধর যদি আমায় দূর রেঙ্গুন যেতে হয় ?"

অপর্ণা উত্তর দেয়, "তোমার জন্যে আমি আমার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারি।"

× × × × × ×

রেঙ্গুন।

নির্ম্মলকে মুরলীধর লুফে নিলেন। বুঝলেন, এ ছেলের ভবিষ্যত উজ্জ্বল। নিজের ব্যবসায় তাকে বসিয়ে দিলেন। দেখতে দেখতে নির্ম্মলের ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

টাকা অনেক থাকলেও মুরলীধরের জীবন সুখের ছিলনা।

একটিমাত্র ছেলে, ব্রজরাজ—ঘোর বিলাসী, যা খুশী করে বেড়ায়।

একটিমাত্র মেয়ে, ধীরা—জন্মান্ধ।

মুরলীধর ভগ্নস্বাস্থ্য। তাঁর অবর্ত্তমানে এই অসহায়া মেয়ের দুর্গতির কথা ভেবে মুরলীধরের শান্তি নেই।

দিন যায়। মুরলীধরের অসুখ বেড়ে ওঠে। অবস্থা গুরুতর। রোগশয্যায় নির্ম্মলকে কাছে ডেকে বলেন, "বাবা নির্ম্মল, ধীরাকে তোমার হাতে দিয়ে

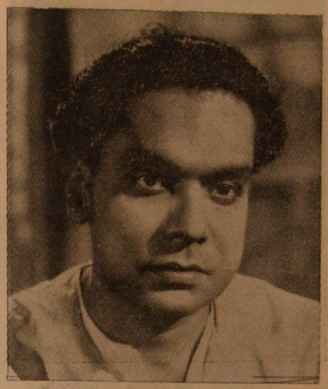

যেতে পারলে আমি নির্ভাবনায় মরতে পারতাম—তুমি ওকে বিয়ে কর।"

—কী বলবে নির্ম্মল ?

× × × × × ×

এদিকে মা মেয়ে দিন গোনে। কবে নির্ম্মলের সুদিন আসবে, কবে সে ফিরবে!

নির্ম্মল আসেনা—আসে তার চিঠি। মা পড়েন, "কর্ত্তব্যের কঠোর আহ্বানে অপর্ণাকে বিবাহ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়"—আর পড়তে পারেন না। 'এ কী হল ?' একটিমাত্র আশা, তাও চূর্ণ হয়ে গেল! লজ্জায় অপর্ণার মন যেন মাটিতে মিশে যেতে চায়। সে বলে, "চল মা, আমরা এখান থেকে চলে যাই, তোমার দাদুর কাছে।"

× × × × × ×

নতুন গৃহস্থালীতে মা মেয়ে। সংসারের দুঃখ-ধাক্কা তাদের গা-সওয়া হয়ে গেছে, কিন্তু মেয়েটার কি গতি হবে ? কানাকড়ির সম্বল নেই, পাত্তর জুটবে কোথা থেকে ? ক্ষান্তপিসী আশ্বাস দেন, "পাত্তরতো ঘরেই রয়েছে, আমার মেজব্যাটা কেষ্টধন।"

তাঁর মেজছেলে কেষ্টধন নিয়মিত গাঁজা খায় ও আনুসঙ্গিক আরও কি কি করে থাকে। কথাটা কানে যেতে, মায়ের দাদামশাই রাধিকাপ্রসন্ন ক্ষেপে ওঠেন।

"কি ! এমন সোনার প্রতিমা যাবে ওই বাঁদরের গলায় ?" দুপুরের প্রচণ্ড রোদ্দুরে তিনি বেরোন, পাত্তর ঠিক করে ফিরবেন। গাঁয়ের সীমানা পর্য্যন্ত এসে আর যেতে পারেন না। সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে। পথের ধারে শুয়ে পড়েন।

লোকজন ছুটে আসে—ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে যায়।

× × × × × ×

রাধিকাপ্রসন্নের মৃত্যুর পর তাঁর একমাত্র সঙ্গী বেহারী অবাক হয়ে দেখলে আইনের ফাঁক দিয়ে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি ক্ষান্ত পিসীর দখলে চলে গেছে।

—সংসারে জাল-জুয়োচুরি, ফন্দী-ফিকিরটাই বড় ?

—আর পাপ-পুণ্য, ধর্ম্ম, ভগবান?

বেহারী এগিয়ে এসে বলে, "চাইনে এখানে থাকতে। চল মা, কোথা ও চলে যাই—তোমাদের সুখে না রাখতে পারি, শান্তিতে রাখতে পারব।"

অপর্ণা ভাবে, সত্যিইতো, আর কেন? সবইতো ফুরিয়ে গেছে!

—ঠিক সেই সময়ে রেঙ্গুনে—

—নির্ম্মলের সঙ্গে ধীরার বিয়ে—

বিয়ে হয়ে যাবার পর নির্ম্মল ভাবে, "সব ওলট পালট হয়ে গেল!"

আর ধীরা?

তার ভয় হয়, "আমি অক্ষম—হয়ত পারবনা সুখী করতে।"

×× ×× ××

ইরাবতী নদীর ওপর বজরায়, স্বামী স্ত্রী। নিস্তব্ধ রাত্রি। নদীর জল শান্ত। তারাভরা আকাশ। বজরার প্যাটাতনের ওপর দাঁড়িয়ে অন্ধ ধীরার মনে এক অদ্ভুত ভাব জেগে ওঠে। সে বুঝতে পেরেছে, স্বামীকে সে সুখী করতে পারেনি। তার স্বামী-সাধ এজীবনে মিটবার নয়। তবে কেন? তার ভার থেকে স্বামীকে সে মুক্তি দেবে।

নদীর বুকে সে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

×× ×× ××

কলকাতা।

এক জীর্ণ বাড়ীর ছাদে বসে অপর্ণা নিজের কথাই ভাবে। তার মনে হয়, এই বড় পৃথিবীতে একদিন তার একটুখানি যায়গা অন্তত ছিল!

আর আজ?

হঠাৎ একটা শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে।

বন্ধ দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে।

নিশ্চয় বেহারী-দা!

বেহারী-দার ব্যস্ততায় বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই যাকে দেখে—সে 'নির্ম্মল'।

তার পর?

(১)

যেন নতুন ক'রে জন্ম হ'ল মোর
শুধু তোমার ছোঁয়া লেগে।
তুষার গ'লে ঝর্ণাধারা জাগল বনাবেগে॥
ছিল আমার প্রাণের কাননবীথি নিভৃত নির্জন,
বসন্ত আজ পাঠালো যে কুহুর আমন্ত্রণ,
একি সোনার আলো লাগুল আমার দুখের
মেঘে মেঘে॥
শুধু তোমার ছোঁয়া লেগে।
তোমায় আমায় জানাজানি শুধুই অনুভবে,
সারা জীবন এই ত' মনে রবে।
মোর দেহ-বীণার নীরব তারে জাগে একি সুর,
নতুন করে নিজেরে আজ লাগে
যে মধুর
(যেন) পাষাণ থেকে কোন প্রতিমা উঠেছে
আজ জেগে।
শুধু তোমার ছোঁয়া লেগে॥

(২)

(ওগো) দয়াল, তোমার দয়ার সীমা নাই।
যত হারাই, তারও বেশী পাই॥
কতই দিলে এ জীবনে চেয়েছি যখন,
কোথায় পাব তোমার মতো এমন মহাজন,
ঋণের বোঝা জমল কেবল তাই॥
(ওগো) দয়াল, তোমার দয়ার সীমা নাই!
জীবন নদীর এ-কুল ভেঙ্গে, গড়ো যে ও-কুল,
(ওগো) দয়াল, তোমার বিচারে নাই ভুল।
দিন গেল মোর লোভী মনের নালিশ শুনে শুনে,
সন্ধ্যা হ'ল, কি হবে আর লাভের কড়ি গুণে?
এবার শুধু পারের কড়ি চাই॥
(ওগো) দয়াল, তোমার দয়ার সীমা নাই!

(৩)

(এই) ভবের নাটে দেখ্‌ছি হায়
সবই হেথায় উলটে যায়॥
(শ্যাম) প্রেম করে সেই বৃন্দাবনে,
রাজা হ'ল মথুরায়॥
(মিছে) গেরী মাটির রং দিয়ে হায়
রঙিয়েছিলাম বসন মোর,
এ সংসারের ঘানিগাছে
ঘুরছি রে ভাই জীবন ভোর!
(আবার) কূলে যে চায় বাঁধতে তরী,
সেই ভাসে মাঝ-দরিয়ায়॥
অদৃষ্টেরি দাবাখেলায়
দেখেছি যার পাকা হাত,

হঠাৎ দেখি বোড়ের চালে
নিজেই সে হয় কিস্তিমাৎ,
(এ যে) উল্‌টা-বুঝলি রামের খেলা,
কে বোঝে এই দুনিয়ায় !

(৪)

(আমার) দৃষ্টিপ্রদীপ একটু আলো চায়,
শুধু তোমায় দেখব ব'লে।
চাঁদের পানে সন্ধ্যাতারার প্রায়
আজকে রাতে উঠুক জ্ব'লে ॥
অপূর্ণ মোর এই আশা যে
দোলে আমার বুকের মাঝে,
আলোর তৃষা লুকিয়ে কাঁদে
অন্ধ আমার আঁখির কোলে ॥
দৃষ্টিহীনার আরতি তবে
তুমি কি আজ আপ্‌নি লবে ?
ক্ষমা করো এই মিনতি
তোমার পূজায় ত্রুটি হ'লে ॥

(৫)

এক জনমে মিটলনা মোর
ভালবাসার তৃষা,
(যেন) অনন্তকাল জেগে থাকে
এই মাধবী নিশা ॥
এই খেলাঘর নতুন করে
ভেঙ্গে আবার তুলব গ'ড়ে
দিনগুলি মোর থাকবে সুখের
স্বপ্ন দিয়ে মেশা ॥
(আজ) তোমায় পেয়েও হৃদয় বলে
'আবার যেন পাই',
পাওয়ার তবু শেষ আছে, হায়
চাওয়ার অন্ত নাই।
অতৃপ্ত মোর কামনারে
জ্বালিয়ে রাখি পথের ধারে,
তারি আলোয় চিনব আবার তোমার পথের
দিশা ॥

(৬)

হায় অতীতের স্মৃতি, আজো কেন পথ চাওয়া
পথরেখা আজ গত ফাগুনের ঝরানো পাতায়
ছাওয়া ॥
সেদিন বিদায় বেলা
শেষ হ'য়ে গেছে খেলা,
ছিন্ন বীণায় মিছে কেন আর পুরাতন গান
গাওয়া ॥
কেন তবে আজো ভুলে যাওয়া ছলে
বারে বারে মনে করা,
'ভুলে গেছি' বলে' নিজেরে ভোলাতে
নিজেই পড়িস্ ধরা।
দ'লে যাওয়া মালাখানি
কি হবে কুড়ায়ে আনি',
এ যে শুধু মোর আহত বক্ষে নূতন আঘাত
পাওয়া।

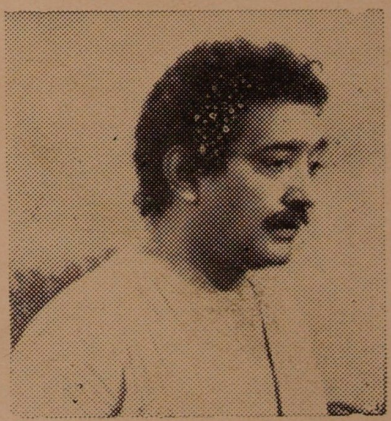

অবোরা ফিল্ম কর্পোরেশনের পক্ষে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত।
এবং ৮৭, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট হইতে ডি লুক্স ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটার্স কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১৩৬বি, আশুতোষ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৫ মহাজাতি আর্ট প্রেসে মুদ্রিত।